এলিজাবেথ বেয়ার

নির্বাচিত দশটি গল্প

অনুবাদ: অনুষ্টুপ শেঠ

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

সূচি

অঙ্গীকার	◉	১১
সাকার শূন্যতা	◉	৩০
জোয়াররেখা	◉	৪৫
অলরাইট, গ্লোরি	◉	৬০
অর্ম দ্য বিউটিফুল	◉	৯৭
নিখুঁত অস্ত্র	◉	১০৯
আকাশের গভীরে	◉	১২৮
সঙ্গী	◉	১৪৬
ডলি	◉	১৬৮
ক্ষিপ্র বন্দুকবাজ	◉	১৮৮

অঙ্গীকার

ঠান্ডায় জমে যাওয়ার দশা হচ্ছিল। তবে কোনো কিছুই স্মৃতির চেয়ে নিষ্ঠুর নয়। না থেমে চলতে থাকলে সব সহ্য করে নেওয়া যাবে।

বরফের গুঁড়ো ছড়ানো রাস্তার উপর ধুপধাপ পা ফেলে, পাহাড়ের উপরের পুলিশ স্টেশন পেরিয়ে গেলাম। দেখতে পাচ্ছি মুখঢাকা মাস্ক ভেদ করে ধোঁয়ার মতো বেরোচ্ছে নিশ্বাস। তবে মাস্কের সিন্থেটিক কাপড়ের আচ্ছাদন বাইরের ঠান্ডা হাওয়া যথেষ্ট গরম করে দিচ্ছে, জমে না গিয়েও শ্বাস নিতে পারছি তাই। এত জোরে দৌড়লে নাক দিয়ে কী আর শ্বাস নেওয়া যায়? পরের রাস্তার ধারের পিলারটার দিকে তাক করে প্রাণপণে ছুটছি। ওটার পাশে জমে থাকা বরফটা কী ময়লা! হাওয়া আমার পিছন থেকে বইছে, পিঠের গরম জামার স্তর ভেদ করে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু হাওয়ার অনুকূলে হওয়ার সুবিধা পেয়েও আমি আগের মতো জোরে ছুটতে পারছি না। কবরখানার কোণা ঘুরে যাওয়ার পর এই হাওয়া আবার আমার সামনে থেকে মুখের উপর বইবে।

আমার গতি আগে অনেক বেশি হত। পেশিগুলো আরও শক্তপোক্ত ছিল তখন। স্মৃতির ভার বড়ো বেশি, তারা যেন পায়ে শিকল হয়ে চেপে থাকে। প্রতিটি

সাকার শূন্যতা

ক্যাথি কাটার ড্রাগন হয়ে যাওয়ার আগে অবধি কোমাঙ্গো জারিফের প্রিয় বন্ধু ছিল।

এমনকি কোমাঙ্গো জারিফ ক্যাথির একমাত্র বন্ধু ছিল বললেও ভুল হয় না।

এমন নয় যে অন্যরা ক্যাথি কাটারকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু ক্যাথি কাটার নিজেই আর কারও সঙ্গে বেশি মিশতে চাইত না।

ক্যাথির ছিল সোনালি চুল, সবুজ চোখ। আর ছিল নিখুঁত ডিমের মতো, একেবারে মানুষী চেহারার মুখ, আর বাঁ কানের পিছনে একটা ঝুটো মোতির মতো দেখতে লুকোনো পাওয়ার বাটন। মেয়েটা চালাকচতুরই ছিল বলা যায়, তবে বেজায় বুদ্ধিমান এমন না। ফ্যান্সি বুটিকের মিষ্টি দেখতে মাপসই জামাকাপড় পরত সবসময়ে।

অন্যদিকে, কোমাঙ্গো জারিফের মা পুনর্ব্যবহার করার দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনত। সবাই জানত সেটা।

ক্যাথি কাটারের বাবা ছিলেন শিশুচিকিৎসক, মা ছিলেন স্থপতি। ওরা গাছপালায় ঘেরা বিশাল বড়ো বাড়িতে থাকত, ওদের লন এতটাই ঝকঝকে সবুজ দেখাত যে কৃত্রিম বলে ভুল হত। লনে একটা দোলনাও ছিল। ওরা গাড়ি শেয়ার

জোয়াররেখা

ক্যালসিডনির কান্নাকাটি আসে না। ওই ব্যাপারটাই তার মধ্যে নেই, অবশ্য এক যদি না এই পাগলা গরমের জন্য তার শরীরে গলে গিয়ে আবার জমে যাওয়া কাচের পলকাটা ডিজাইনকে অশ্রু বলে ধরা হয়।

ওগুলো সত্যিকারের কান্নার ফোঁটার মতো তার গা বেয়ে, তার জ্বলে যাওয়া সেন্সর বেয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে পারে না, পারে কি? অবশ্য ঝরে পড়লে সে-ই আবার মুঠো করে কুড়িয়ে নিত, নিয়ে তার তোবড়ানো খোলসকে বেঁধে রাখা দড়িটায় গেঁথে রেখে দিত। ওর কুড়োনো টুকরোটাকরা সুন্দর জিনিসগুলো সেভাবেই থাকে।

ঝড়তিপড়তি যন্ত্রপাতি উদ্ধার করে নতুন করে ব্যবহার করার মতো কেউ আর বেঁচে থাকলে, এদ্দিনে কেউ সেটা করে ফেলত। কিন্তু ক্যালসিডনি হল আধুনিক যুদ্ধ-যন্ত্রগুলোর শেষতম। একটা তিনপেয়ে, অশ্রুবিন্দুর আকারের, ট্যাঙ্কের মতো বিশাল যন্ত্র—তার সামনে দুটো দাঁড়া আর ছুঁচলো মুখটার নীচে একটা জটিল কাজ করার উপযুক্ত আঁকশি; শরীরের উপরের জালিকাকৃতি ডিজাইনের পলিসেরামিক বর্ম। রিমোট দিয়ে চালানোর মতো কেউ বেঁচে না থাকায়, সে একাই একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া পা টেনে টেনে সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

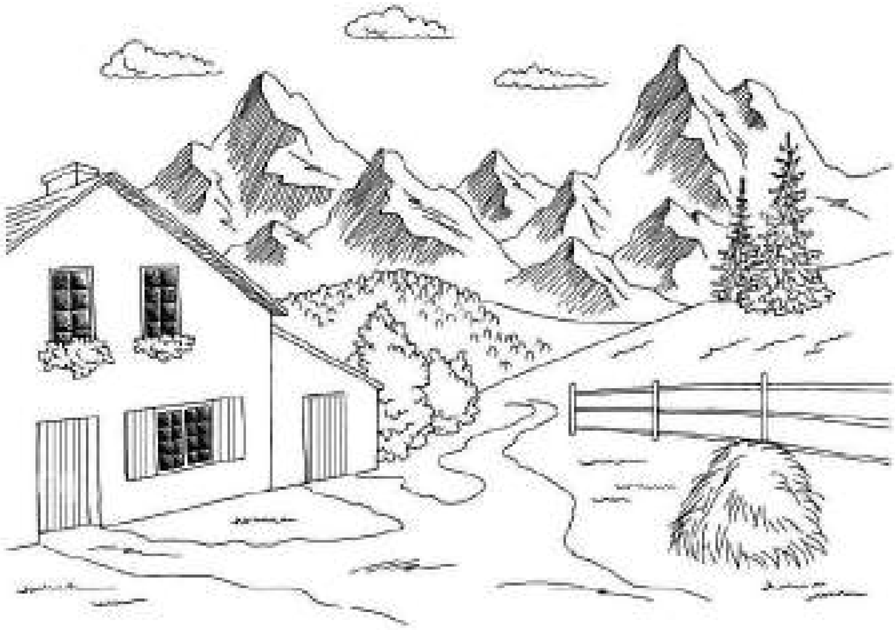

অলরাইট, গ্লোরি

দিনাঙ্ক : শূন্য

বাথরুমে রাখা ওজনযন্ত্রটা আমায় চিনতে পারল না। আমি রোজ একাধিকবার ওজন নিই—প্রায় কুড়ি বছরের তথ্য আছে ওই মেশিনে—কাজেই আজ যখন ওটা আমায় 'গেস্ট' বলে মার্ক করল, হতচ্ছাড়াকে দাঁত খিঁচিয়ে ফোনে ছবি তুলে নিতে বাধ্য হলাম। নাম্বারটা লিখে রাখতে লাগবে।

হাফ পাউন্ড মতো ওজন কমেছে দেখলাম। কী মনে হল, শ্যাম্পুর বাস্কেটটা তুলে নিয়ে আবার উঠলাম। এবার বলল ৭.৮ পাউন্ড ওজন বেড়েছে, আর একটা হাসিমুখসহ "হ্যালো ব্রায়ান" লেখা ফুটে উঠল।

ওজনযন্ত্রে হাসিমুখ! হাস্যকর না? কিন্তু কী আর বলি, আমার নিজের কোম্পানিই তো এগুলো বানায়! নিজমুখেই বলছি, যন্ত্রগুলো খাসা। কিছু নেহাত পছন্দ না হলে আমি কোম্পানির সিইও-র কাছে অনুযোগও করতে পারি।

তবে ক্রেতা-সংযোগ দপ্তরকে একবার এই হাসিমুখের ব্যাপারে বলতে হবে।

এ নিয়ে আর ভাবিনি, দাঁত মেজে, ওষুধ খেয়ে আমার বিশাল আর আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে পড়লাম।